পঞ্চ পাণ্ডবের
অজ্ঞাতবাস
Screen Arts

প্রকাশরাও নিবেদিত
নবোদয় পিকচার্স-এর

পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(বিরাট-পর্ব)

প্রযোজনা : জে. এস. মোহনরাও

পরিচালনা : কে. কামেশ্বররাও বি. এ

পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র (বাংলা)

চিত্রগ্রহণ : এম. এ. রহমন ● সম্পাদনা : বি. গোপালরাও ● নৃত্য-পরিচালনা : ভ্যামপট্টি সত্যম সাজসজ্জা : আত্মেনুতা রাও ● সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যাম সুন্দর ঘোষ, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী (কলিকাতা) সঙ্গীত-পরিচালনা : রাঘবুলু নাইডু ● সংলাপ : মন্মথ রায় ● গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার শিল্প-নির্দেশনা : টি. ডি. এস. শর্মা ● রূপসজ্জা : ৺হরিবাবু পীতম্বরম্, নাগেশ্বর রাও ● পুনঃশব্দগ্রহণ : পি. ডি. কোটেশ্বররাও।

ভারালী ষ্টুডিও (মাদ্রাজ) চিত্রগৃহীত ও ভি. জি. এস্ সুন্দরম্ কর্ত্তৃক বিজয়া ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

—ভূমিকায়—

এন. টি. রামারাও : এস. ভি. রঙ্গরাও : রেলাঙ্গী : সাবিত্রী : এল. বিজয়লক্ষ্মী : সন্ধ্যা : পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনী।

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : রাজকুমার রায় চৌধুরী ● গুরুদেব চিত্রগ্রহণ : জনার্দন রাও ● সঙ্গীত-পরিচালনা : অলক নাথ দে ● সম্পাদনা : বাবুরাও ।

: নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে :

সন্ধ্যা মুখার্জী প্রতিমা ব্যানার্জী ● নীতা সেন বালমূরলীকৃষ্ণ ঘণ্টশালা ● জানকী লতা ও শ্যামল মিত্র

পরিবেশক : **লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ কলি-১৩**

কাহিনী

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক অজ্ঞাত হইল কোনমতে॥

কাম্যবনের বৃক্ষতলে চিন্তাকুল ধর্ম্মরাজ,—ক'দিন বাদেই দ্বাদশ বৎসর বনবাসকাল শেষ হলেও সুরু হবে গুরুত্বপূর্ণ একবৎসর অজ্ঞাতবাস॥ কিন্তু কি হবে তাদের ছদ্মবেশ, যাতে আবৃত হবে যুধিষ্ঠিরের রাজাধিরাজ সুলভ ব্যক্তিত্ব, অর্জুনের ত্রিভুবনখ্যাত বীরমূর্ত্তি, বৃকোদর ভীমসেনের হিড়িম্ববিজয়ী বিশালদেহ, দ্রৌপদীদেবীর অসীম রূপরাশি? প্রথম অর্জুন বর্ণনা দিলেন, তাঁর বিগতদিনের এক দুঃখ ও আনন্দমিশ্রিত অভিশাপ ও বরলাভের অপূর্ব্ব কাহিনী—

স্বর্গরাজ্যে, উর্ব্বশীর নৃত্যদর্শনে প্রশংসমান অর্জুনকে আশীর্ব্বাদ করেন পুরন্দর, যুদ্ধবিদ্যার মত নৃত্য ও সংগীতকলায় সমান পারদর্শী হবেন অর্জুন। কিন্তু তারপরেই আসে বিস্ময়॥ রাত্রে শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হন কামাশক্তা উর্ব্বশী, প্রকাশ করেন তাঁর আসঙ্গলিপ্সা, প্রত্যাখ্যাতা হয়ে দিলেন দারুণ

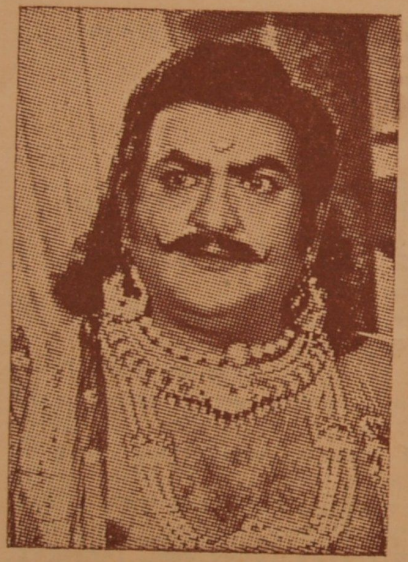

শ্রেষ্ঠ মল্লবীরের পুরস্কার—কণকবলয়।

অভিশাপ। এক বৎসর অর্জুন থাকবেন নপুংসকরূপে।

অর্জুন জানালেন, তিনি তাঁর অজ্ঞাত বাস যাপন করবেন বিরাট রাজন্তঃপুরে নপুংসক নৃত্যগীত শিক্ষকরূপে। একে একে অন্য পাণ্ডবরাও নিজেদের ছদ্মবেশ নির্দ্ধারণ করলেন। ধর্ম্মরাজ পরিবর্ত্তিত হলেন যোগী কন্বভট্টে, ভীমসেন—সূপকার বল্লভ, নকুল—অশ্বচিকিৎসক গ্রন্থিক, সহদেব—গোরক্ষক তন্ত্রিপাশ এবং দ্রৌপদী দেবী নিলেন সৈরিন্ধ্রীর সাজ—পরিচয় পঞ্চগন্ধর্ব্ব ভর্তৃকা মালিনী। সস্ত্রীক পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে উপনীত হলেন মৎস্যদেশে পাণ্ডব-হিতৈষী বিরাটরাজ ও রাণী সুদেষ্ণা সাগ্রহে আশ্রয় দিলেন তাঁদের।

ওদিকে কুরুরাজ্যে নিশ্চেষ্ট নয় দুষ্ট-চতুষ্টয়। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে সাহায্য না করার জন্য দুর্য্যোধনের আদেশনামা নিয়ে দূত প্রেরিত হল প্রতিটি রাজ্যে।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্য্যোধন প্রেরিত মল্লবীর জীমূত চরসহ উপস্থিত হল বিরাট রাজ্যে, রাজমল্লদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানান। মল্লযুদ্ধের দিন রাজমল্লদের শোচনীয় পরাজয়ের পর জ্যেষ্ঠের নির্দ্দেশে ভীম জীমূত নিধন করে লাভ করলেন বিরাটরাজ্যের

পিতৃকূলের সন্ধানরত অভিমন্যু নদীরধারে জলমগ্না উত্তরাকে অসঙ্কোচে উদ্ধার করলেন। প্রতিদানে উত্তরা অভিমন্যুকে অর্পণ করলেন তাঁর মনপ্রাণ, অতি সঙ্গোপনে।

কিন্তু আবার আসে বিপদ। সঙ্গীতরতা সৈরিন্ধ্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে সেনাপতি কীচক, ভগ্নী সুদেষ্ণার কাছে প্রার্থনা করলেন দাসী মালিনীকে। নিরূপায় সুদেষ্ণা মদিরা আনার ছলে মালিনীকে পাঠালেন কীচকালয়ে—পাপাচারী কীচক করলো দ্রৌপদীর চরম অপমান—পলায়িতা দ্রৌপদী রাজসন্নিধাণেও পেলেন না সুবিচার, কারণ কীচকের বিরোধিতা বিরাট রাজ্যে অসম্ভব। ভীম প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে করলেন কীচক-বধের দারুণ প্রতিজ্ঞা। ভীমসেন কীচককে বধ করলেন।

কীচকবধের সংবাদে আশান্বিত হয়ে অরক্ষিত মৎস্যদেশ আক্রমণ করলেন কৌরবরাজ, এদিকে সুশর্মা অপরদিকে অবশিষ্ট কুরুবীর। সসৈন্যে বিরাটরাজ রোধ করলেন সুশর্মাকে। অপরদিকে দুর্য্যোধন হরণ করলেন বিরাট রাজ্যের প্রখ্যাত গোধন। বৃহন্নলার সারথ্যে বালক উত্তর কুমার যাত্রা করলেন কুরুসৈন্য আক্রমণে।

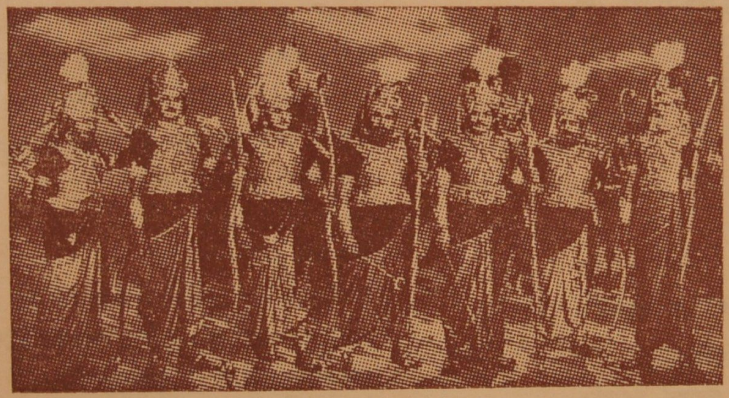

অর্জুন কি বৃহন্নলা রূপেই যুদ্ধ করলেন, না অর্জুন রূপে?

বিরাট রাজা কি গোধন ফিরে পেলেন?

পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস কাল কি শেষ হ'ল?

পর্দ্দায় তার উত্তর পাওয়া যাবে।

সঙ্গীত

(১)

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

চিরজয়ী হে অধিনায়ক,
স্বাগত এসো সখা,
জয় হে, সুন্দর হে, গুণধর হে,
অন্তরে নন্দিত বন্দিত ॥
হে নরপতি লহ এই অভিনন্দন
পর প্রিয় ফুলে গাথা বন্ধন।
সদানন্দ স্নিগ্ধকান্তি আনো প্রাণে শান্তি
অন্তর মন্দিত মুগ্ধ হরষে ব্যাকুল চন্দ্র বরষে।
ও-শিহরিত অনুরাগ মরমে
তনু মন এই দোলে সরমে ॥
লীলারঙ্গে জাগে অঙ্গে নৃত্যগতি ভঙ্গে,
আলোকিত ঝলকিত পুলকিত রাতি এ
যেয়োনা আজ সাথী হে ॥

(২)

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও মা, জননী শিব কামিনী,
জয় শুভ কারিণী,
বিজয় রূপিনী,
জননী শিব কামিনী ॥
ও মা তুই যে জগতের কায়া,
তুমি মা রৌদ্রে মমতার ছায়া ॥
ও চরণমূলে ঠাঁই মোরে দাও মা
করগো মোর গতি ওমা ভবানী ॥
তুই যে শান্তি করুণাময়ী গো,
স্নেহের গঙ্গা ঝরিছে ওই গো।
ওই তব পায়ে স্মরণ নিয়েছি
জয় মা জয়তু ওমা পালিনী ॥

(৩)

ঘণ্টশালা ও জানকী

জয় গণনায়ক, বিঘ্নবিনায়ক,
ভয়কর, শুভকর, গজমুখ গণপতি,
মূষিকবাহন ত্রিভুবন পুজিত
গণপতি স্মরিয়ে তোঁহারি গরিমা ॥
নৃত্য করে গিরিরাজ দুহিতা,
নটরাজ মাতে লাস্য রসে ॥
নাচে রিনীকী ঝিনীকী লীলা লালসে
ঝরিল চন্দ্র পায়ে সুর ললিতা ॥
নারদ গায় সরোদ বাজায়ে
সরস্বতী বীণা ঝঙ্কারে সুখে ওই
ভৃঙ্গীগণে তাল আট লয় করেতে
ভরত তুলিছে বোল তার মুখে ওই ॥

(৪)

নীতা সেন ও অন্যান্য

নেই যে তার অনুকম্পা,
মন বনে ফোটে চম্পা,
সহেলী যে আছে ভুলে
তোরে সাজন মোরা হায়রে হায় শুধুই ভুলে ॥
রঙ্গ দোলা দিল এই তনু মৌবনে
বঁধূ না পেল মধু মধুর যৌবনে।
এল অশি হেসে রসকলি,
কোন পথে চলি ॥
যাস যদি তার কাছে যা
ও নিলাজ বঁধূ দেরী যেন আর সয় না
ঢেউ যে দোলে শুধু একি দোলা জাগেরে
অঙ্গ শিহরে ভাল শুধু লাগেরে
অভিসারে প্রেম উপহারে
শুধু চাই যে তারে
তবু বঁধূ ছলনা করে
ও রসিক বঁধূ ছলকন্যা ভীড় করে ॥

(৫)

বালমুরলী কৃষ্ণ ও লতা

সুর যেন জাগে সুললিত কুসুম,
স্বপ্নে ওই বাজে শিঞ্জিনী রুমঝুম।
মঞ্জুল সৌরভে যামিনী যায় ভোরে,
চঞ্চল মধুকর মৃদু গুঞ্জরে ॥

কল্পনারই রঙ অন্তরে ঝরিলো
শিল্প মনোহর রূপে ভরিলো
মৃদু চরণপথে মধু ভঙ্গিমাতে
মদমত্ত সুখভরে সুরধনী ঝরে
ঝনন ঝনন ঝন নূপুর রণিল,
মর্ত্তে স্বর্গে সুর ধ্বনিল ॥
চির প্রসন্ন নটরাজ হাসে
আনন্দঘন রস অভিলাষে ॥

(৬)

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সখী আজ কিযে হল রে
হায় একা কেন জাগে নিশি জানিনা
কেন সুখে কাটে না রজনী
আশা না পুরিল এলনা সজনী ॥
বঁধূয়া ছাড়া ভাল লাগে না
ওগো হিয়া আশা নিয়া কেন দোল-রে ॥
বক্ষে বেঁধে বিরহ জ্বালা
বিজন লাগে এই নিরালা ॥
রাত জেগেছি সেতো এলনা
ওগো বীণা কেন শুধু সুর তোল রে ।

(৭)

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকলেও যাবনা যাবনা কাছে,
ও ছলা কলা জানা আছে ॥
পড়েছো ফাঁদে যে জাননা তাও কি
আলেয়ার মায়াতে ভুলতে চাও কি ॥
ছুঁওনাগো বেঁধোনা মোরে
দেহে বিজলী রেখেছি ধরে ।
পতঙ্গ জ্বলে যে এ আলোরও মোহে
পরাণে ব্যাকুল আশা লয়ে ।
যত খুসী নাওনা হেসে গো
জাননা আছে কি সে সেগো ॥

(৮)

শ্যামল মিত্র ও অন্যান্য

হায়রে এই কি ন্যায়ের বিচার
হায়রে সহেনা যে আর অনাচার
হায়রে ধর্ম্ম কি নেই ওরে আর
হায়রে চারিধারে শুধুই আঁধার ॥
একি হল মানুষের চেয়ে দেখো ভগবান,
অবলা নারীকে সেতো করে আজ অপমান ॥
ভগ্নী ও কন্যা জননী যে নারী
চেয়ে দেখো একি দশা হল আজ তারই ।
সত্য কোথায় গেলো মিথ্যারই হল জয়,
অন্তর কেন আজ পাপে শুধু ভরে রয় ॥
ডাকিলে পাষাণ গলে শুনেছি যে প্রভু,
লাঞ্ছিতা নারী কাঁদে শোননা তো তবু ।

বাঙলা ও মাদ্রাজ এর
সম্মিলিত প্রয়াসে
মহাভারতের মহানতম চরিত্র
বিনোদা ফিল্মস (মাদ্রাজ) এর নবতম চিত্রার্ঘ্য

ভীষ্ম

পরিচালনা; উমা প্রসাদ মৈত্র
সংলাপ; মন্মথ রায়

পরবর্তী আকর্ষণ

লাইফ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।